গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রথম প্রকাশ : শরৎ ১৯৫৮

মুদ্রক : সৌমেন ট্রেডার্স সিন্ডিকেট
৯/৩, কে. পি. কুমার ষ্ট্রীট,
বালী, হাওড়া

সূচীপত্র

ইচ্ছা

আমার ভালোবাসা;

আমার ভালোবাসা
দুপুর রোদে সিগারেট টানা
অবিন্যস্ত চুল, ঘামে ভেজা জামা
ঝলসানো মুখ, ক্লান্তিহীন ছুটে যাওয়া

ঝর্ণার জলে স্নান করা,
রাত্রির আকাশে মুমূর্ষু তারার সাথে গল্প করা
যেমন ভাবে ইচ্ছে তেমন ভাবে তোমাকে পাওয়া,
না ঘুমিয়ে শেষ রাতে নিজের মৃত্যু দেখা
তোমার যন্ত্রণা নিজের করে নেওয়া
এরই নাম আমার ভালোবাসা

অথবা

ওখানে কেবলই বালি
রাত নামে মৃত্যু সাথে নিয়ে
কেবল উট খেয়ে চলে কাঁটাগাছ
মৃত্যুর শান্তি — বড় ভয় করে ...

তাই মাঝে মাঝে চলে যাই
গোপন মৃত্যুর প্রান্তরে
যেখানে বৃষ্টি নামে নদীর জলে
দু-একটা ফুলও ফোটে মনের ভিতর

আমার ভিতর আমি —
মৃত্যুর শান্তি অথবা অশান্ত ঝড় ......

চৈতন্য

ফুল দেখে ভালো লেগেছিল
ভালোবাসা কখন যে বাসা বেঁধেছিল;
ক্রমাগত ভেসে গেছি তার গন্ধে
অবশেষে ছিঁড়ে দেখতে চেয়েছি প্রতিটি তন্ত্রী।

হঠাৎ বৃষ্টির একবিন্দু জল চেয়ে
ফুল আর তার পাতা বাড়ালো হাত
শিকড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি
কি গভীর যন্ত্রণা নিয়ে সে দ্যায় ফুল।

সুন্দরের মৃত্যু

মেয়েটা বলেছিল ভীষণ খরা
কোথাও নেই সবুজ; মৃত্যু
দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে; মেয়েটা বলেছিল
বলতে তাকে দিতেই হবে;
অনেক কিছু থেকেও তার যে কিছু নেই।
পায়ে ছন্দ আছে, হাতে আছে
সৃষ্টি, অন্তরে বৃষ্টি পড়ে সৃষ্টির গোপন উল্লাসে,
বুকে সুন্দরের হাতছানি, আর অনাবিল এক
সরলতা,
অরণ্যের থেকে সবুজ, বৃষ্টির থেকে বেশী ভালোবাসা,
ঝড়ের থেকে বেশী গতি,
তার পরেও খরার মতন মৃত্যু হল মেয়েটার

৫

আমার নির্জন অন্তরে
একাকি ছিলাম আমি
অঙ্গীকারে, আবদ্ধ প্রাচীরে।
অহংকারের মুকুটশোভা,
দিয়েছিলো প্রাচীন গৌরব।

সহসা তুমি ভেঙ্গে দিলে প্রাচীর;
ছিন্নভিন্ন করে তুলে দিলে ঢেউ
কেড়ে নিলে আবছায়া চৈতন্য,
দেখালে হিমালয় - অরণ্যরাজী বহমান নদী
একান্ত আপনার করি।
মুহূর্তে খসে গ্যালো
অহংকারের প্রাচীন মুকুট
একাকি অঙ্গীকার পেল মুক্তি
জয়ের দুরন্ত বাসনায়
নির্জন অন্তর হ'ল সরব।

৬

প্রতিরাতে অভ্যাসের দাস
ক্রুরহাতে টেনে পৌঁছে দ্যায়;
সেই অতি পুরাতন আঁচলের নীচে,
ঝরে যাওয়া ভালোবাসা — দায়িত্বের সিন্দুরে

মুখে যাই বলি — তৃষ্ণা নেই
নির্জন একাকিত্বের অভিমানী স্মৃতি
ডুবন্ত এই যৌবনে, তীব্র পিপাসা স্বপ্ন দ্যাখায়।

মজ্জায় রয়েছে কোকিলের বাসা
বর্ণে বর্ণে শিশুমুখ
অতুলনীয় যৌবনের ছবি আঁকে
তাৎক্ষণিক প্রেমে জন্ম নেওয়া সন্তান।

লুঠ পরাজিত

জীবনের উর্বরতা লুঠ কোরে
যে গ্যাছে চলে, সে এখন
বেজন্মা হোয়ে
বেঁচে থাকে তারই প্রবঞ্চক সংসারে
নগ্ন হোয়ে কোনো এক বেশ্যার সাথে।

সৌম্য, মানবিক, বিনম্র তুমি
কে তোমাকে দগ্ধ করবে;
তুমি নির্মল
অফুরান প্রাণের অনন্ত আকাশ
তোমার পুষ্পিত উদ্যানে।।

ভয়

দেখা যায়না — বড় অভাব;
কবে থেকে এইরকম চলছে
বলা কঠিন, কোন কোন সময়
মনে হয় এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সেটা যে সত্য নয়
কারণ সকালে পাখিদের ডাক
ছোট ছোট মেয়েদের গান
(যদিও গানে এখন তেমন প্রাণ নেই)
এসব সবাই দেখেছে।

তবে এখন সকাল নিজেই
রাত্রির মুখ ধুতে ভয় পায়
আসলে অভাব বড় সাহসের।

পারিনা তোমায়

যেমন ছিলে তেমন আছো
আমি কেবল ভাবি; তুমি
কি চাইবে দু'হাত দিয়ে
স্বর্গ আসুক নেমে।
সময়; হোক তা বুড়ো
তবুও তো নতুন কথা
নতুন ভাবে বলে; আমার
অসময়ের সময়টা নতুন
সাজে দেখায়; সেই কারণে
ফেলেও দিতে পারিনা তোমায়

এখন বন্দী

আমাদেরই ছায়ায় ঢাকতে চায়

ছায়াকে অনুসরণ ক'রে; মাথা, চোখ
পা দ্রুত চ'লে পৌঁছুতে চায়
যৌবনের প্রান্তে, যেখানে
আলো নেই।

রৌদ্র যেন শত্রুপক্ষের সাঁজোয়াগাড়ী
বিব্রত কোরে দেখাতে চায়
প্রেমিকের ছলনার উচ্ছিষ্ট এক
উজ্জ্বল নারীত্বের অস্বস্তিকর
অসম্মান।

আছে শুধু নাম

পাওয়া যাচ্ছে না সুকুমার!
কোথায় গ্যাছে কেউ জানে না,
বলছে খোঁজ-তল্লাশি চলছে
জোর কদমে, ডুবুরি নেমেছে গঙ্গায়,
পাহাড়ের উপরে ঘুরছে হেলিকপ্টার,
পুলিশ খুঁজছে শহরের পথে পথে
রেডিও - টেলিভিশনে প্রচার,
সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার
কিন্তু নেই কোন ছবি —

আছে শুধু নাম সুকুমার।

বার্তা

কান-চোখ একসাথে
পাঠিয়ে দিয়েছি; সাবধানে
কথা, বলবে সবকথাই
আমি জেনে যাবো
এবং ব্যস্ত দিনেও আবার
খুঁজে বিশ্লেষণ করবো
কি বার্তা আছে
আমার জন্য ... ...

দিনরাত্রি

তুমি আসবে না জেনেও
হৃদয়ের সব কপাট দিই খুলে
তুমি দ্যাখাবেনা জেনেও
দু'বেলা জলের ঝাপটা দিই চোখে
তুমি ধরা দেবেনা জেনেও
বাতাসের গায়ে তোমার ছবি আঁকি
তুমি কোনদিনই ...

মাথায় চাবুক চালাই দিনরাত্রি।।

১৪

কোথা ছিলে তুমি? আকাল, নীরবে!
অনেকবছর ধরে শাখা-প্রাশখার
বিস্তার পাথুরে মাটিকে করেছে ভেদ;
উজ্জ্বল চেতনার অনন্ত আকাশে।

তাৎক্ষণিক সম্মান, হেলায় গ্যাছে ভেসে
সঙ্গধার মুখ, ক্লান্তিতে নিয়েছে বিদায়,
তিরস্কার, অমল হৃদয়ে দ্যায়নি স্থান,
শান্তদীপ জ্বেলেছি অশান্ত দিনে।

হয়নি শেষ, গ্রাস করেনি মৃত্যু;
মৃত্যুর পরে না দিলে ফুল,
ব্যথিত হবেনা জ্যোৎস্নার স্মৃতি
অপরূপ দুঃখ চেয়ে বন্ধুর পথে নির্ভীক।

জাগ্রত খুশী সব অনিশ্চিতকে করেছে বামন;
শীর্ণ বাহু মুক্তির আলোয় সব্যসাচী
উৎসাহের জোয়ারে যখন ধরেছি হাল,
কেন বারেবারে আসো নীরবে আকাল?

১৫

ভেবেছিলাম এই পথে দিয়েই হেঁটে যাবো।

সব কালো ধুয়ে দিয়ে আলোর ঝর্ণাধারায়
বস্তুত ভেসে যাওয়া, কি ছিলো সেই প্রত্যয়।
কখনো ভাবিনি স্রোতহীন হবে যাওয়া,
ক্লান্তির রং বিবর্ণ হতে হতে হারিয়ে গ্যাছে
নিজেকে দেখিনি কোনোদিন।
দিন রাত্রি সবই ছিলো, ছিলো স্বপ্নালু সকাল।

এখন যৌবন অতীত— হঠাৎ হঠাৎ সকালগুলো
কালোকালো হয়,
ক্লান্তির রং বেনামে চিঠি পাঠায়
ভেসে যাওয়া, প্রত্যয়, স্রোতহীন
সব জায়গাতেই ছন্দপতন।

অনেকেই পেছনে ব'লে সামনে চলে যাচ্ছে,
আমি ক্রমশ পাশে সরে জায়গা করে দিচ্ছি
এখন আমি পথের ভিতরে নেই
কে দেখছে জানি না
আমি কিন্তু এই প্রথম নিজের করে
নিজেকে দেখতে পাচ্ছি
[illegible] হাতে আমি হারিয়ে যাচ্ছি
পথ [illegible] এই সাথে
[illegible]

জগন্নাথ

তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি বহুদিন;
সম্পর্ক নেই বললেই চলে, তাঁদের পথের
থেকে কবে কোন ফাঁকে সরে এসেছি জানি না।

তবে এখানো তাঁদের পথেই আছি;
অন্তত লোকের সামনে যখন কিছু বলতে হয়।
সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সেই শৈশব থেকে,
কিছু বোঝার আগেই তাঁদের নাম মুখস্থ ছিলো
রাত্রি নামার সাথে সাথে প্রায় রোজই বাবার কাছে
তাঁদের কথা জানতে চাইতাম,
পথে নামার কথা বলতেন বাবা,
প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,
পথেও নেমে ছিলাম, কখন যে পথ পথের থেকে
অন্য পথে নিয়ে গ্যালো — এখন নিজের মাথা
দেখিনা — মনে হয় অন্যের মাথা আমার ঘাড়ের উপর,
নিজের পা নেই, হাত নেই; জগন্নাথের মতন বসে আছি;
তাঁদের পথ থেকে চলে যাচ্ছি দূরে।

১৭

তোমার ঔজ্জ্বল্য আগের থেকে অনেক বেড়েছে
সূর্যসম্ভার বস্তুত দিয়েছে অমল দর্শন
প্রতিটি রাত অমাবস্যাহীন স্নিগ্ধ চাঁদের
আলো ঝরে পড়ে, কোমল অন্তরের সৃষ্টির উচ্ছ্বাসে।

আগের থেকে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে
দীপ্তভঙ্গীতে তোমার চলে যাওয়ার পথে
আমি কুড়িয়ে নিই বালুকণা, হৃৎপিন্ডের
প্রতিটি প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হয় অনাবিল আনন্দে।

তুমি তো সেই, যে দুর্লভ সৌন্দর্যে
প্রৌঢ়কে করো নবীন, সকল অবসাদকে
শিল্পের চাদর দিয়ে ঢেকে দাও,
স্মরণের ঘর অবিস্মরণীয় করে দাও অনন্ত গৌরবে।

আমার স্তব্ধ মনের গভীরে, আরাধ্য আমার,
দিলে তুমি সুদীর্ঘ বেঁচে থাকার ঠিকানা,
আমি প্রৌঢ়, ক্ষয়িষ্ণু যাচ্ছিলাম চলে আগেই
ঠিক তখন এনে দিলে সূর্য আমার নীরব অন্ধকার পথে।

[illegible] গেলাম লাশকাটা ঘরে
[illegible] কোথায় আছে
[illegible]গোপনে এতদিন
[illegible] আমার চৈতন্যের হৃদয়ে।

[illegible] মান-সম্মান-শ্রদ্ধা;
[illegible] অঙ্গীকার, সময়ের
[illegible] গভীরে প্রোথিত হয়েছে যা,
[illegible] আজ সে দাঁড়িয়েছে প্রশ্নের সামনে।

বিশ্বাস শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে
আমি শুয়ে আছি তার কোলে মাথা রেখে
চোখে আমার আমারই বেদনার ছাপ
[illegible] দেহ, জমাট-বাঁধা লাল থেকে কালো ঘৃণিত র[illegible]

১৯

তোমার অহংকারে মুগ্ধ তুমি,
খুলে দাও দুর্গদ্বার;
ক্ষণিকের মুখচ্ছবিকে যুদ্ধজয়ের
উল্লাস ভেবে
কেউটে জড়াও স্তনবৃন্তে।

তোমার তো বয়স বাড়েনি,
কেননা বয়স বাড়ার মতন
দুর্মূল্য কোনো সবুজ দ্যাখোনি
উত্তেজনায় ভিজিয়েছ শুধু কামনার কাপড়
দিয়েছো বিকলাঙ্গ যৌবনের বিমর্ষতা।

এতে নেই ফিরে আসার বাধা
ঝুড়ি হাতে বেরিয়ে পড়
পরস্পরে মেলাও গলা
এক হয়ে যাও বৃষ্টি ঝরা অন্তরে

সহসা অহংকার চিতার আগুন পায়।

২০

প্রতিরাতে বই নিয়ে বসি
এবং কিছু জানা হয়
অজানার পৃষ্ঠা থেকে।
প্রতিরাতে পড়ার শেষে
ভূত আসে চোখের সামনে;
ভালো ক'রে দেখা যায়না,
তবে অনুভব করা যায়;
জানা কিছু পাতার থেকে।

প্রতিরাতে ঘুমের আগে
একবার উথলে ওঠে চেতনা।

২১

এ'তো সেই সকালের গপ্পো
যা তুমি শুনিয়েছো;
প্রথম দেখার দিনে
একটি কথা বলেছিলো
ছিনিয়ে নাও যদি আমার কিছু থাকে।
আমার চোখ খেলতে চায়
তোমার চোখের তারায়;
আমার হাত লাঙ্গল চালায়
স্বপ্নে দ্যাখা তোমার সবুজ মাঠে।
যদিও জানি এ স্বপ্ন থাকবে শুধু
নিদ্রাহীন রাতে
আসবে সকাল ক্লান্তি নিয়ে
হারিয়ে যাওয়া যৌবনে।

কি হবে

কি হবে
তোমার সাথে দ্যাখা করে?
এই মাতাল রাত্রির শহরে
আবেগগুলো গ্যাছে হারিয়ে।
কি হবে
তোমার সাথে দ্যাখা করে
দু'একটা না-বোঝা কথা
কিছু অসমাপ্ত সুর নিয়ে ভাবা
তারপর সেই বাড়ি ফিরে যাওয়া।
কি হবে
তোমার সাথে দ্যাখা করে
এখন আমি বেশ আছি
তুমিও হয়েছ খুশি
ছিল বিশ্বাস ছিল পবিত্রতা
যদিও সমাজ সনি[illegible]

কি হবে
তোমার সাথে দ্যাখা করে

তোমার জন্য

তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি
চুপিসাড়ে আড়ি পাতি তোমার
স্পন্দিত হৃদয়ে; চূড়ান্ত সৌন্দর্যের খোঁজে
অথবা বুকভরা পিপাসার শিকারী কুকুরের
মতন অথবা গভীর অন্ধকারে নক্ষত্রের কাছে
আলো চাইবার প্রার্থনার মতন, তখনই হারিয়ে যায়
কথা চিরন্তন শূণ্যতার কাছে; তবুও তো কিছু বলা হ'ল,
জানি কিছু না কিছু পাগলামী ধরা দ্যায়
হয়তো বা তোমার কাছে। ভাঙ্গাচোরা
মূল্যবোধ মাকড়সার জাল বিস্তার করে পথ রোধ করে,
শাশ্বত প্রাচীন পুরোহিত প্রাচীর তোলে সামনে,
এ সমাজ, এ সভ্যতার কাছে ক্রীতদাস আমি,
জানি পুরানো বাড়ীর আধুনিকা ন'ও তুমি,
এ সমাজ, এ সভ্যতা ক্ষমাহীন তোমার জন্য
তোমার প্রতিরাত কাটে বৈচিত্র্যহীন
তোমার বেদনার রাতে অনাহুত আমি প্রতি মুহূর্তে
চুপিসাড়ে আড়িপাতি; পোষাকহীন চাঁদের মতন তুমি।

সে আমার

গোধূলির রং মেখে
জড়িয়ে রেখেছে
তার তাঁতের শাড়ী
অন্তহীন ভালোবাসার
স্বপ্ন রচনা করে।

জোনাকির মতন অন্ধকারে
চুম্বন করে
ক্লান্তির রোদে সমীরণ
উদভ্রান্ত পথে
সে আমার কম্পাস
প্রেমিকা;

সে আমার স্বদেশ ।

২৫

শোকাবহ এ কালে মৃত্যুর অবসর নেই
বোবারক্তস্রোতে সমুদ্র মুখ লুকায়
জীবন ছিন্ন জীবনের উৎস থেকে
রাষ্ট্রনায়কের বক্তৃতায় লক্ষ শিশুহত্যা হয়
নদীর গাছের আকাশের আলোর চোখ রুদ্ধ;

এই সময়
আকাশের মতন বিস্তার নিয়ে
তারাদের মতন বহু দূর হতে
রাত্রির পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে
নিজের কাছে পৌছুতে চাই;

ক্লান্ত চোখ
পুড়ে ছাই হয় সিগারেট
অতৃপ্ত প্রেত এসে দাঁড়ায়
চারিদিকে শতাব্দীর ক্রন্দন
আমার আন্তরিক লক্ষ্য কুয়াশায় ঢাকা।

কেন এত স্তব্ধতা

নিস্পৃহভাবে চলে যাওয়া
মিশে যাওয়া অজানা গাছের ভীড়ে
অপ্রেমে দগ্ধ কি স্বপ্ন
নাকি ছলনার ভয়ে সন্দিহান?

সৃষ্টির উৎসে হাত রাখো প্রতিদিন
অভিনন্দন দিয়ে যায় স্বার্থপর সময়
এরপরও কি স্তব্ধতাই পথ?
হঠাৎ ইঙ্গিত দিয়েও টেনে দাও
স্তব্ধতার আবরণ —

সে কি অতীত সংস্কার
নাকি একক গোপনতায় বাঁচতে চাওয়া

২৭

তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি নিঃস্ব হয়েছি!
তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি নাশ হয়েছি!
তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি ঘরছাড়া হয়েছি!

অথবা —
তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি চিরহরিৎ বৃক্ষ হয়েছি!
তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি বেদুইন পাখি হয়েছি!
তোমাকে ভালোবেসে
আমি নাকি ক্ষ্যাপাটে হয়েছি!

আসলে
তোমাকে ভালোবেসেই
আমি পাল্টে গিয়ে সূর্যমুখী হয়েছি।

২৮

দেখবোনা বলেই দেখিনি —
ছুঁতে চাইনি আধেক চাঁদ;

শুনবো না বলেই শুনিনি—
জানতে চাইনি রুগ্ন অভিযোগ;

আধেক নয় — পূর্ণ চাঁদ
রুগ্ন অভিযোগ নয় — রক্তাক্ত প্রতিবাদ
ঈশ্বরের বুকে পা রেখে
মানবিক সৌন্দর্য চায় জন্মভূমি।

তাই খুলে রাখি দ্বার প্রাণপণ যুদ্ধে;
উষ্ণতার শেষ স্পর্ধা নিয়ে;
ব্যাপ্ত হৃদয় যে অনন্ত নীলে
জয়ের কাপড় বুনি স্বপ্নালু তাঁতে।

২৯

সূর্য ভালো থাকো
চাঁদ ভালো থাকো
সমুদ্র ভালো থাকো
তোমরা ভালো থাকো
আমি কেবলই তোমার
প্রসবযন্ত্রণা দেখবো
বলে, সব ভালো
ছেড়ে দিয়ে ক্ষুধার্ত
দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।

৩০

আমি যাবো।
একথা জানাই আছে
গঙ্গার ধারে গঙ্গার মতো
অসুখের জীবানু ছড়াতে ছড়াতে যাবো।

যে সাঁকো দিয়ে হাঁটছি
তা বেঁকে গ্যাছে বহুদিন
ফেরবার রাস্তাও বন্ধ করেছি।
অন্ধকারের মালা
সুনিপুনভাবে গেঁথেছি নিজ হাতে,
বিশ্রামের জায়গা ঠিক করেছি
শ্মশানের কাঠে— ফুরিয়ে ফেলেছি
সময় — এখন কেবলই

বার্ধক্যের নুইয়ে পড়া
শরীর নিয়ে আবোলতাবোল
চলে যাওয়া।

৩১

এলোপাথারী ছুরি চালিয়ে খুন করলাম চাঁদ
প্রচন্ড আক্রোশে — চারিদিকে চাঁদের রক্ত —
নিজের কাঁধে করে পৌঁছে দিলাম শ্মশানে,
অন্ধকারে ফিরে এলাম — এখন আমার
রাত জ্যোৎস্নাহীন — আগামীকাল বক্তৃতা,
বিষয় — জ্যোৎস্নায় ভরা পৃথিবী,
আলোর জ্যোৎস্না - জ্যোৎস্নার পথ, পথের জ্যোৎস্না
— দারুন বলেছেন, হাততালি — উল্লাসে ফেটে পড়ছে
সবাই — এই তো চাই — অন্ধকার পথ জ্যোৎস্নাময়
হয়ে ওঠে ওর বক্তৃতায় — দ্রুত ফিরে এলাম —
আজ ঠিক করেছি যত তারার জ্যোৎস্না আছে
তা এক এক করে শেষ করে দিয়ে
আগামীকাল আবার জ্যোৎস্নায় ভরা
সামাজিক সিংহাসনে বসার প্রতিযেগিতায়
সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবো।।

৩২

রোজ সকালে একটু একটু ক'রে
আমার মাথা নুব্জ্য হয়ে মাটি
ছুঁতে চায় — প্রথম প্রথম শরীর খারাপ
বার্ধক্য আসছে ভেবে স্বাভাবিক
মনেই গ্রহণ করেছিলাম — কিন্তু এ কি হ'ল
সকালে উঠতে গিয়ে দেখলাম যে
আমার হাতদুটো সামনের দিকে
মাটিতে আশ্রয় নিয়ে আমাকে
চারপেয়ে জন্তুতে পরিণত করে
বিবর্তনের প্রথম ধাপে পৌঁছে দিয়েছে।

এখন আমার বক্তৃতার কি হবে?

৩৩

কাদের কাছে চাইলাম ছায়া?
যাদের শিকড় মাটির থেকে আলগা!
অমৃতের বদলে যারা পান করে বিষ
ক্রুর অন্তর, ডানা প্রসারিত শকুনের মতো
যাদের অস্তিত্ব শুধু বক্তৃতার ছলনায়!

কাদের কাছে চাইলাম প্রাণ-শক্তি?
যারা নিজেই প্রাণহীন এক
শবদেহ্ ধারণ ক'রে ছলনার
আকাশে ক্রমাগত উড়ে যাচ্ছে ...

৩৪

বিসর্জনের ছবি দেখি
নদীর চড়ায় দাঁড়িয়ে

কতো স্বপ্ন কতো আশা
কতো রক্ত কতো ত্যাগ
বিসর্জন হয় প্রতি মুহূর্তে

তবু বিসর্জনের ছবি দেখি।

৩৫

রাত্রি যত বড়ই হোক
তোমার বিস্তারে সকাল আসেই।
তুমি চলে যাবার পর বেশ কিছু সময়
অতিক্রম করেছি আমরা
আলোচনাতে তুমি একান্ত স্বপ্নাজিৎ
যদিও জানি প্যারাসাইট এই সময়
তোমার শিকড়ের সন্ধান দেবেনা আগামীকে।

৩৬

কতোবার কতোভাবে শহীদ হয়েছে হৃদয়!

এখন সূর্যাস্তের সময় — মৃত্যুগন্ধের উপর দাঁড়িয়ে
অবিরাম আলোকের সন্ধানে হৃদয়ের সব
কপাট খুলে দিয়েছিলাম, তাদের
ভাষা — তাদের অহরহ যাওয়া আসা।
সমগ্র সত্ত্বাকে করেছিলো
গ্রাস, রাত্রি নিদ্রাহীন সমুদ্রের মতন;
অনন্তনীলের সাথে ছিল মিল,
ছিল চেতনায় অবিরাম বৃষ্টিধারা —
শরীরের সব মায়া ছেড়ে
পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মাটি — মাটির বুকে
শক্ত পায়ে দাঁড়াবো বলে।
স্বচ্ছ আলোয় থাকতে চেয়েছিলাম
হ'লনা; আমাকে শহীদ করে নিয়ে গ্যালো
মায়াবী আলোয়।

কোথায় রাখবো তোমাকে

বাংলা ব্যাকরণ কৃপণের মতন
ব্যবহার করেছে বিগত সাতটা রাত
কত কবির ভাব চুরি করার চেষ্টা করলাম
শুধুমাত্র তোমাকে শ্রদ্ধা জানাবো বলে।

তা-ও হলোনা
কারণ আমার কাছে তুমি এখনও
অবিরাম হেঁটে যাওয়া জীবন্ত মানুষ।

ব্যাকরণের বদলে পেয়ে গেলাম তোমাকে রাস্তার ধারে
পৃথিবী নিয়ে খেলা করা একটি উলঙ্গ শিশুর সঙ্গে
হয়তো বা ঐ পৃথিবীটাই তোমার যোগ্য হবে
যেখানে শ্রদ্ধার আসনে রাখা যাবে তোমাকে।

অপরাজিতা

তুমি বাসন মাজো
রং মেখে লাইনে দাঁড়াও
হুকুম শোন ঘুমের মধ্যে
ঝুপড়ীর থেকে কোন বাচ্চা ছেলে ধার করে
বাড়িয়ে দাও হাত ভিক্ষার জন্য!
তুমি ভাসতে থাকো হাজার হাতে
তোমার চোর চোর খেলা বিলাসিতা
ভ্রমণ মানে কোনো আধুনিকা মায়ের মেয়েকে নিয়ম করে
বেড়াতে নিয়ে যাওয়া
সময়ের থেকে দ্রুতগতিতে তুমি যৌবনহারা,
তোমার বুকের মাঝে নিঃশব্দে বন্দী সাতরং,
তোমার অস্তিত্ব ডুবে যায় চায়ের দোকানের উত্তেজিত আলোচনায়।
তবু তুমি শান্ত —
কিন্তু তোমার নাম যে অপরাজিতা
তুমিও তো আনলে টেনে আমাকে তোমার ছিন্নভিন্ন চেহারা দিয়ে
উদ্বাস্তু করলে সভ্যতা থেকে ...

লোভ ভয় বিহ্বলতাকে পুড়িয়ে দিলে
তোমার চৈতন্যের রং দিয়ে আর একটা জীবন দেখালে।

সময়ের শিকড়

কোথায় দাঁড়িয়ে আমি
জীবন্ত এই জিজ্ঞাসা নিয়ে ঘুরি।

অন্তরে হতাশার ক্যাকটাস
আমার প্রতিমার অকাল বিসর্জনে
আলোড়ন ওঠে তোমাদের মদের গ্লাসে,
উল্লাস-পাগল মানুষেরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে
মানবতা খুন হয়
চেনা হাতে —
মাতৃত্ব হারায় আজ অগুনতি মেয়ে
সভ্যতা থাকে সাজানো ঘরে।

আমার শিকড় চারিয়ে যায়
এই সময়ের সাথে।

৪০

পরিচয় হয়েছিলো হাজার বছর আগে
কোনো এক ভাঙা হৃদয়ের সাথে, ঝড়ের
সাথে বৃষ্টি ছিলো চোখে; গোপনে ভাসতো
বেদনার সাগরে; যতো ছিলো ভালোবাসা
পড়েছিলো ঝ'রে শুকনো পাতার মতন

এ পৃথিবীর যা কিছু ভালো নেয়নি স্থান
তোমার অন্তরে — তোমার খোলা দুয়ারে
মাথা তুলে আসেনি কেউ তোমার মতন ক'রে
তোমার অভিমানী চোখে অবিশ্বাসের ছবি
তোমারই হাতে ভূমিষ্ঠ হয় প্রতিদিন আগামীর
পৃথিবী, তবু তুমি নিজেকে রাখ বেঁধে
একাকীত্বের সাথে। এই ভাবে ধীরে ধীরে
তুমি কি হবেনা পরিচয়হীন — এ পৃথিবীর কাছে।

রামধনুর খোঁজে

বিবর্ণ এ পৃথিবীর রঙটাকে ফেরাতে
আমরা চলেছি আজ রামধনু আনতে

চলতে চলতে দাঁড়াই থমকে
নিতে উষ্ণতা তোমারই স্পর্শে

ধূসর এ জীবনকে পিছনে ফেলে
নির্ভীক আমরা যাচ্ছি চলে

যাচ্ছি চলে আজ রামধনু আনতে
বিবর্ণ এ পৃথিবীর রংটাকে ফেরাতে

এ অভিযানে ক্লান্তি থাক সরে
মৃত্যু থাক সহজেই সাথে

আলোড়িত হোক নব সৃষ্টির গানে
বিবর্ণ এ পৃথিবীর রংটাকে ফেরাতে।

৪২

তাকে দেখেছি মিছিলের স্রোতে
তাকে দেখেছি বুলেটে সিগারেট ধরাতে
তাকে দেখেছি স্বপ্ন আঁকতে
তাকে দেখেছি বুক উজাড় করা হাসিতে
তাকে দেখেছি আকাশের ঐ নীলেতে
তাকে দেখেছি শিশির ভেজা আলের ধারেতে
তাকে দেখেছি সকালের সূর্যকে নিয়ে হাঁটতে
তাকে দেখেছি রাতের স্তব্ধতায় পৃথিবীর সাথে সহবাসে
তাকে দেখেছি নিষিদ্ধ শিশুকে জন্ম দিতে অনায়াসে
তাকে দেখেছি আগামীর বার্তা নিয়ে ঘুরতে মানুষের সাথে
তাকে দেখেছি আজো সে আঠেরোতে আছে।